তারিখ 30 JAN 2015
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

দৈনিক
ইনকিলাব

কওমী মাদ্রাসার খসড়া শিক্ষা নীতি প্রকাশ

□ স্টাফ রিপোর্টার

বাংলাদেশ কওমি মাদরাসা শিক্ষা কমিশনের ২য় সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কওমি মাদরাসা শিক্ষানীতি গতকাল প্রকাশ করা হয়েছে। কমিশনের পক্ষ থেকে আগামী ১ ফেব্রুয়ারি হতে ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রকাশিত কওমি শিক্ষানীতির বিষয়ে উলামায়ে কেরাম, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র শিক্ষক এবং জনগণের মতামত প্রদানের কথা বলা হয়েছে। কওমী শিক্ষা নীতিতে এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ শিক্ষা ব্যবস্থার শেকড় সমাজের গভীরে প্রোথিত। সমাজের সকল স্তরের মানুষের কল্যাণে নিবেদিত এ শিক্ষা ব্যবস্থা। দুনিয়া ও পরকালীন মুক্তি, মানবতার বিকাশ সাধন এবং যোগ্য নাগরিক তৈরি এ শিক্ষা নীতির প্রধান লক্ষ্য। আলোকিত সমাজ গড়তে এ শিক্ষানীতি একটি কৌশল হিসেবে কাজ করবে। এ শিক্ষানীতির আলোকে একজন মানুষ ধর্মীয় জ্ঞান লাভের পাশাপাশি আধুনিক বিশ্ব ও মনন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনে সক্ষম হবে। সে আলোকে পৃঃ ১৫ কঃ

১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে মতামত দেয়ার পরামর্শ

কওমী মাদ্রাসার খসড়া

১-এর পৃষ্ঠার পর

কওমী শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে মধ্যে রয়েছে শিক্ষার সকল স্তরে একত্ববাদের বিশ্বাসে প্রতিফলন ঘটানো ও আনুগত্য প্রদর্শনের শিক্ষা। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বীদা সংরক্ষণ ও অনুসরণ। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের সচেতন ও সজাগ করে তোলা। সুন্নতের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে সাহাবা তাবেঈন তাবে তাবেঈনদের অনুসরণে তাদের ব্যক্তিসত্তা ও চরিত্রে এসব গুণের বিকাশ ঘটানো। মদীনা সনদের আলোকে গঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার ন্যায় উদার ভ্রাতৃত্ব সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতাবোধসম্পন্ন মানবাধিকার কর্মী হিসেবে শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করা।

শিক্ষার সর্বস্তরে শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা। অর্থোপার্জনের জন্য নয় বরং নিঃস্বার্থভাবে সামাজিক কল্যাণসাধন ও ধর্মের প্রচার-প্রসারের দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণ। আবহমানকাল থেকে জীবনে মুসলিম উম্মাহর ইখতেলাফের ক্ষেত্রে সমাজের কল্যাণের জন্য ভিন্ন মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া, যুক্তি প্রদর্শনে বস্তুনিষ্ঠতা ও ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখা।

শিক্ষার্থীরা যাতে অনুসন্ধিৎসু মনের অধিকারী ও সৃজনশীল চিন্তাশক্তিসম্পন্ন হয় সেজন্য পাঠদানের ব্যবস্থা করা। শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে জ্ঞানভিত্তিক বিষয়াদির পাশাপাশি সমাজে গুরুত্ব বহন করে এমন বিষয়াবলির যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা।

শিক্ষাকে জীবনমুখী করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে আমলের ওপর জোর দেয়া। ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নতের পাশাপাশি মুস্তাহাবের প্রতি শিক্ষার্থীদের যত্নশীল ও আগ্রহী করে তোলা। উচ্চ শিক্ষার স্তরে গবেষণাভিত্তিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তোলা। কওমি মাদরাসাসমূহের প্রতিটি স্তরে এবং শ্রেণীতে মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষার পাঠ্যসূচি ও পাঠ্য বই অনুসরণ। মাতৃভাষা বাংলা শুদ্ধভাবে শিক্ষা দেয়া নিশ্চিত করার পাশাপাশি কুরআন-হাদীসের অমূল্য রত্নভাণ্ডার থেকে জ্ঞান আহরণের লক্ষ্যে আরবি, উর্দুর প্রতি বিশেষ যত্ন নেয়া। এছাড়া যুগ চাহিদার প্রয়োজন মেটাতে ইংরেজিকে পাঠ্যভুক্ত করা, বয়স্ক শিক্ষার আওতায় সকলকে কুরআন পাঠ ও মাসায়েলসমূহ জানার ব্যবস্থা রাখা।

শিক্ষানীতিতে সুপারিশ বাস্তবায়ন : পূর্ব থেকে চলে আসা কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডসমূহকে হিফজ কেরাত, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরসমূহের যাবতীয় মূল্যায়ন প্রক্রিয়াসম্পন্ন ও স্বীকৃতি দেয়ার ক্ষমতা প্রদানের সুপারিশ করছে। উল্লেখ্য, বোর্ডসমূহের আওতাভুক্ত মাদরাসাগুলো স্ব-স্ব এলাকার বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত হবে। সে হিসেবে বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ, ইত্তেহাদুল মাদারিস-চট্টগ্রাম, আজাদ দ্বীনি এদারায়ে তালীম-বাংলাদেশ-সিলেট, তানজিমুল মাদারিস উত্তরবঙ্গ ও বেফাকুল মাদারিসিল কওমিয়া গওহরডাঙ্গা বোর্ডগুলো স্বতন্ত্র শিক্ষাবোর্ডের মর্যাদা লাভ করবে। তবে এসব বোর্ড পরস্পর সমন্বয় রক্ষা করে চলবে এবং কমিশন কর্তৃক প্রণীত সুপারিশমালা একযোগে বাস্তবায়নে সচেষ্ট থেকে সেভাবে কর্মপন্থা নির্ধারণ করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বাংলাদেশ কওমি মাদরাসা শিক্ষা কমিশন কওমি মাদরাসার স্বকীয়তা ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখার স্বার্থে চলমান বাস্তবতা, সামাজিক পরিস্থিতি ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করে বিএ অনার্স ও মাস্টার্সের সনদ প্রদানের লক্ষ্যে কওমি ওলামায়ে কেরামের নিয়ন্ত্রণে স্বতন্ত্র একটি কওমি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যায়। স্বতন্ত্র এই বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের জন্য শীর্ষ পর্যায়ের পাঁচ বোর্ডের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা সংক্রান্ত নীতি ও আদর্শ প্রণয়ন করে তা চূড়ান্ত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।